ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454–1508

Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)

Volume- II, Special Issue, February, 2026, Page No. 27-32

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: https://www.atmadeep.in/

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.265

বঞ্চনার ভিতর থেকে: দলিত সাহিত্য, তার ঐতিহাসিক শিকড় ও দলিত ভাবনার প্রসার

জয়িতা বসাক, *সহকারী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, বাগনান কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 23.12.2025; Accepted: 28.01.2026; Available online: 28.02.2026

©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The article analyzes the origin, development, and ideological foundations of Dalit literature within the Indian socio-cultural context. The term “Dalit” is derived from the Sanskrit root “dal,” meaning “broken” or “oppressed,” and refers to those communities that have historically been subjected to caste-based discrimination, social exclusion, and institutional injustice. The article demonstrates how caste-based stratification became institutionalized through Brahmanical texts such as the Manusmriti and various Puranas and how religious and literary discourses legitimized social inequality and structures of power.

The paper argues that literature has always played a crucial role in sustaining dominant ideologies and that Brahmanical traditions have used literary forms to perpetuate caste oppression. With the advent of modernity, Western rationalism, and democratic consciousness, resistance to caste-based hierarchies intensified, leading to the emergence of Dalit literature as a distinct literary and political movement. Dalit literature is defined not merely by its subject matter but by lived experience; it prioritizes reality over imagination, emphasizes autobiographical writing and collective memory, and foreground’s themes of pain, rebellion, rejection, the reclamation of identity, and social reconstruction.

The philosophical backbone of this movement is Ambedkarism, shaped by the ideas of Jyotirao Phule and Dr. B. R. Ambedkar, which provide its ideological foundation. The article also discusses the development of the Dalit literary movement in Maharashtra—particularly through the Dalit Panther movement—and its all-India influence. In Bengali literature, Dalit consciousness evolved from a marginal presence in its early stages into a powerful contemporary current; this consciousness is clearly reflected in the works of writers such as Manoranjan Byapari, Anil Gharai, Jatin Bala, and Saikat Rakshit.

Finally, the article concludes that Dalit literature is not merely literature of caste identity; rather, it is literature of liberation, equality, and social justice. By challenging established aesthetic norms, it calls for the creation of a humane and egalitarian society.

Keywords: Dalit, Shudra, Brahmanism, Manusmriti, Rigveda, Purusha Sukta, slavery, rebellion, hegemony, myth, Puranas, Brahma Vaivarta Purana, Namasudra, Ambedkarism, annihilation of caste, democracy, Satyashodhak, Matua, West Bengal, Black Panther (American organization)

সাহিত্যে দলিতদের কথা বলার আগে দলিত কারা— তা আগে ভাগেই বলে রাখা ভালো। ‘দলিত’ শব্দটি এসেছে সংস্কৃত ‘দল’ শব্দ থেকে, যার অর্থ— ভগ্ন বা ছিন্নভিন্ন। আবার ‘দলিত’ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল— যাকে দলন করা হয়েছে, টুকরো করার জন্য বা নিপীড়নের জন্য। অর্থাৎ বলা যায়, এমন একটি দল যাদের নিষ্ক্রিয়

রেখে দাস বানানো, নিপীড়ন করা, অবিচার করা, অস্পৃশ্য রেখে দিনের পর দিন মাড়ানো যায়— আর যাদের উপরে এসব করা যায় তারাই দলিত।

বর্ণ ব্যবস্থা ও দলিতদের সাথে যেহেতু ক্ষমতা বণ্টনের প্রশ্ন জড়িত, সেহেতু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সাথে সাথে বিভিন্ন জাতি ক্ষমতার অংশীদার হওয়ার জন্য নিজেদের সংগঠিত করতে থাকে। ঠিক সেই সময় ভারতীয় সমাজব্যবস্থা পরিচালনায় শ্রেণীবৈষম্যের কারিগর মনু তাঁর 'মনুসংহিতা'-য় মানবসমাজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র— এই চার বর্ণে বিভক্ত করলেন, 'Divide and Rule'-এর তাস খেলে ।প্রথম সারির তিনটি বর্ণকে আর্য স্তরে বসালেন, যাদের তিনি উচ্চ বলে ধারণা করতেন; যারা কিনা ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৫ ভাগ! আর এদেশের মূলনিবাসী আদিম ভূমিপুত্রদের ৮৫ ভাগ মানুষকে দাস, দস্যু বা শূদ্র বলে একেবারে শেষ সারিতে বসালেন। "ভাগ করো, শাসন করো"[১] এই নীতিতে বর্ণের বাটোয়ারা করলেন। এবং পড়ে থাকা এই নিম্নবর্গের জন্য মনগড়া নিকৃষ্ট বৃত্তিও নির্ধারণ করে দিলেন। আর এভাবেই ভারতবর্ষ তৈরি হয়ে গেল 'মনুসংহিতা'র দ্বেষ।

ঋগ্বেদের প্রাচীন যুগে শূদ্রের উল্লেখ পাওয়া যায় না। একমাত্র 'পুরুষসূক্ত'-এর দশম মণ্ডলে, যেখানে পরম পুরুষের দেহ হতে চার বর্ণের সৃষ্টির উল্লেখ মেলে, সেখানেই প্রথম শূদ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।লিখিত হোক বা মৌখিক, শ্লোক হোক বা সংগীত— সাহিত্যনির্ভর না হয়ে কোনো ধর্মীয় ভাবাদর্শের প্রসার ঘটে না বা ঘটেনি। তাই জাতিব্যবস্থার করাল রূপ 'মনুসংহিতা' ও 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ'-এ বেশ পোক্তভাবেই রয়েছে। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য সমাজে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র কায়েম করতে পুরাণ, উপপুরাণ, শ্রুতি সাহিত্যের সাহায্য নিয়েছে। অনুশাসন আরও কায়েম করতে সাহিত্যেরও আশ্রয় নিয়েছে।

আধুনিকতা ও পশ্চিমী উদারনৈতিক যুক্তিবাদী আদর্শের প্রভাবে সমাজে দীর্ঘকালের অসাম্য, ভেদ এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভারতীয় শিক্ষিত সমাজে ক্ষোভের চাপা আগুন জমতে শুরু করেছিল। তাই প্রশ্ন উঠতে শুরু করল— ব্রাহ্মণবাদীদের জন্য যদি 'ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য' থাকতে পারে, বৈষ্ণবদের জন্য যদি 'কৃষ্ণ সাহিত্য' হতে পারে, শিশুদের জন্য যদি 'শিশু সাহিত্য' থাকতে পারে, তবে দলিতদের জন্য 'দলিত সাহিত্য' নয় কেন?

'দলিত সাহিত্য' বিষয়টি কী? কারাই বা 'দলিত সাহিত্য' লিখবেন? কোনো কঠোর সংজ্ঞা না থাকলেও উত্তরটি খুব সহজ— গ্রামের সীমানার বাইরে অবস্থিত শ্রমিক, খেটে খাওয়া যাযাবর, যারা চিরকাল বঞ্চিত, নিপীড়িত, যুগ যুগ ধরে বর্ণীয় অবহেলা ও অপমানের শিকার, যারা তথাকথিত সমাজের কাছে অস্পৃশ্য— এমনকি যারা রাস্তায়, দোকানে, অফিসের পদে, প্রেমে ও সংসারে জন্মসূত্রে দলিত হওয়ার জন্য পদে পদে অপমানিত হয়। সে অস্পৃশ্য হোক বা নারী, কিংবা সংখ্যালঘু— যখন তারা তাদের মনের কথা, জীবনের কথা কলমে তুলে আনে, তখনই তার সূত্রে সাহিত্যের জন্ম হয়; তাই-ই 'দলিত সাহিত্য'।সাহিত্য যেহেতু জীবনের কথা বলে, তাই জীবনযন্ত্রণা ও অভিজ্ঞতার কথা যারা সাহিত্যে বলে— তারাই দলিত সাহিত্যিক।

এই দলিত সাহিত্য সৃষ্টির মেরুদণ্ড এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের যথার্থ মৃত্যুবাণ হল 'আম্বেদকরবাদ'। মহারাষ্ট্রের এক অখ্যাত অন্ত্যজ মাহার সম্প্রদায়ের জ্যোতিষ্মান মুক্তিসূর্য— বাবাসাহেব ড. ভীমরাও রামজি আম্বেদকর (১৮৯১–১৯৫৬)। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের আধিপত্য, সামাজিক অসাম্য এবং দলিতদের আর্থিক ও শিক্ষাগত দৈন্যের

---

[১] Bipan Chandra, Mridula Mukherjee, Aditya Mukherjee, K. N. Panikkar, & Sucheta Mahajan. (1989). *India's Struggle for Independence*. New Delhi: Penguin Books. pp. 50–52.

বিরুদ্ধে তাঁর অগ্নিবর্ষী বাণী অন্ত্যজ সমাজের জাগরণের জন্য যথেষ্ট ছিল।আধুনিক ভারতের সূচনা হয় মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলের হাত ধরে। ১৮২৭ সালে মহারাষ্ট্রের কুনবি (মালি) পরিবারে তাঁর জন্ম। পিছিয়ে পড়া অন্ত্যজ শ্রেণিকে মূল স্রোতে ফেরানোর লক্ষ্যে তাঁর প্রধান কাজ ছিল। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত 'সত্যশোধক সমাজ' ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এক শক্তিশালী হাতিয়ার। সমাজবিজ্ঞানীরা তাঁকে 'পশ্চিম ভারতের দলিত আন্দোলনের পথিকৃৎ' বলে অভিহিত করেছেন।এই মহাত্মা ফুলের ভাবশিষ্য হিসেবেই মহারাষ্ট্রের দলিত আন্দোলনের অগ্রনায়ক হয়ে ওঠেন ড. বি. আর. আম্বেদকর। তাঁর *Castes in India: Their Mechanism, Annihilation of Caste, Who Were the Shudras, The Untouchables* প্রভৃতি গ্রন্থে জাতিভেদ প্রথার বিকাশ ও তার সামাজিক শিকড় অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা পাওয়া যায়। ১৯৫৬ সালের ৬ ডিসেম্বর আম্বেদকরের নেতৃত্বে প্রথম 'দলিত সাহিত্য সভা' অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু সেই উজ্জ্বল সূর্যোদয়ের সময়েই তাঁর অকাল মৃত্যু ঘটে। ১৯৯৮ সালে বোম্বেতে 'দলিত সাহিত্য সংঘ'-এর নেতৃত্বে দলিত লেখকদের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে গৃহীত হয় যে—দলিতদের রচিত সাহিত্য ও দলিতদের সম্পর্কে রচিত সাহিত্য, উভয়ই 'দলিত সাহিত্য' নামে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পাবে। ১৯৬৭ সালে বৌদ্ধ সাহিত্য সভার এক সম্মেলনে প্রকাশিত হয় প্রথম দলিত কবিতা-সংগ্রহ *আকর*, যেখানে ছিলেন আন্নাভাউ সাঠে, বাবুরাও বাগুল, দয়া পাওয়ার, অর্জুন ডাঙলে, শঙ্কররাও খরাট, বন্ধু মাধব, চোখা কাম্বলে প্রমুখ।

১৯৭২ সালে মারাঠি দলিত লেখকরা 'দলিত প্যান্থার' নামে একটি সাংস্কৃতিক মঞ্চ গড়ে তোলেন। এই আন্দোলন গড়ে ওঠে আমেরিকান সংগঠন *Black Panther*-এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে। এরপর *দলিত প্যান্থার*-এর হাত ধরে কবিতা, গল্প, আত্মজীবনী প্রভৃতির মাধ্যমে দলিত চেতনার বিস্তার ঘটে। যার মূল ভাবাদর্শ— "of the Dalit, for the Dalit, and by the Dalit."[২] এই আন্দোলনের গনগনে আঁচ অন্ধ্র, কর্ণাটক, গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা প্রভৃতি প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

দলিত সাহিত্য চর্চায় মহারাষ্টের পর পরই পশ্চিমবঙ্গের নাম উঠে আসে ব্যাপক ভাবে। বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল আকাশে যদিও অনেককাল আগেই দলিতদের কথা অল্প বিস্তর পাওয়া যায়। বাংলার অন্ত্যজ মানুষদের কথা 'মঙ্গলকাব্য'র ধারা ধরে পাতা ওলটালে আমরা কম বেশি পাই। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের মধ্যে খেয়া মাঝি ঈশ্বরী পাটনি দেবী অন্নপূর্ণা কে বলেছে- 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'। এটা দলিত মানুষের মুখের ভাষা ছাড়া আর কি বা হতে পারে? যাই হোক এমন উদাহরণ অনেক টানা যেতে পারে! পরবর্তীতে বিশ শতকের গোড়া থেকে শুরু হয়ে যায়- শ্রমজীবী মানুষদের জীবনকথা নিয়ে সাহিত্য রচনা। তবে এ বিষয়ে 'কল্লোল' গোষ্ঠীর অবদান যথেষ্ট ছিল। ২১ শতকের কথা সাহিত্যে বাংলার অন্ত্যজ মানুষদের কথা ব্যাপকভাবে ধরা পড়ে। যেন এক বৈপ্লবের পট পরিবর্তন ঘটায়! অনিল ঘড়াই থেকে শুরু করে মনোরঞ্জন ব্যাপারী, মহীতোষ বিশ্বাস, কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর, সমরেন্দ্র বৈদ্য, সৈকত রক্ষিত, অনুকূল মন্ডল, মনোরঞ্জন পুরকাইত, বিকাশ কান্তি মিদ্যা, শশাঙ্ক শেখর মৃধা, আদম সফি, অধ্যাপক কালিপদ মণি, জয়কৃষ্ণ কয়াল- প্রমুখদের হাতে দলিত ভূমি পুত্রদের জীবন গাঁথা কবিতা ও গল্প আকারে প্রকাশ পায়। সৈকত রক্ষিত যেন পুরুলিয়ার প্রান্তিক অংশের কণ্ঠস্বর। তাঁর 'উত্তরকথা' গল্প সংগ্রহ নাড়াচাড়া করলেই সেই প্রান্তিক অংশের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। অরণ্য ও আদিবাসী অধ্যুসিত মানুষগুলোর কথকতা তিনি নিরলস ভাবে লিখে গেছেন। সরাসরি শ্রমিকের জীবন সংগ্রাম নিয়ে লিখেছেন– 'অক্ষৌহিনী', বাঁকুড়া জেলার হাট গ্রামের শাখারিদের নিয়ে লিখেছেন- 'স্তিমিত রণতূর্য', শুকর পালক সহিসদের নিয়ে- 'হাড়িক', গল্পের মধ্যে 'শবরচরিত', 'খাদান',' রাঙ্গামাটি', 'খরা'- প্রভৃতি । সমষ্টি সংকট

[২] Ambedkar, B. R. (1936). Annihilation of caste. New Delhi: Narayana.

কীভাবে ব্যক্তি সংকটে পরিণত হয়, তার বাস্তবতা বোঝাতে তিনি লিখেছেন- ‘পট’ ও ‘মুখোশ’র মতো গল্প। ‘খরা’ গল্প যেন সর্বসাধারণের গল্প। ঠিক যেন দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া এক সাধারন মানুষদের গল্প। ‘ছল’ গল্পে লোকাচারের আড়ালে মানুষের কুৎসিততম প্রবৃত্তির কথা উঠে আসে। ‘জয়কাব্য’ এ এক আদিবাসী যুবতীকে কেন্দ্র করে দুই শবর-সহোদরের কলহ থেকে জন্ম নেয় যে বিরোধ,কালক্রমে তা-ই রূপ নেয় এক মহাভারতীয় যুদ্ধের। এছাড়া তাঁর ‘উত্তরকথা’, ‘রঙ্গিলা দালানের মাটি’ প্রান্তিক মানুষের স্বরূপ সন্ধানে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। শ্রেণি বৈষম্যের কথা গল্পকার মনোরঞ্জন ব্যাপারীর গল্পে যথেষ্ট ধরা পড়ে। মার খাওয়া, হেরে যাওয়া জীবনের কথা তাঁর গল্পের সম্পদ। বোধহয় সেই জন্যই তিনি নিজেকে আড়াল করেননি গল্পের পটভূমিতে। যেন এক বঞ্চিত- লাঞ্ছিত জীবন গাঁথা, নিজস্ব অভিব্যক্তির কথা ছদ্মবেশে হলেও তার গল্পে উঠে এসেছে। তাঁর একের পর এক লেখায় উঠে এসেছে বাংলার বুকে দলিত এবং নমশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষের কথা। তাঁর গল্পের ভাষা আউটকাস্ট মানুষের ভাষা, যে ভাষা প্রাকৃত, গ্রাম্য, নির্বেদ ও মুক্ত। ভবঘুরে, চোর-সাধু-পাগল-গণিকা-মাতাল-ভিখারি-ফকির তাঁর গল্পের নায়ক। এই রকম আউটকাস্ট মানুষেরা যারা গল্পের মাজা- আসলে তারা অচ্ছুৎ। তারা দলিত। তাঁর ‘মতুয়া এক মুক্তি সেনা’, ‘মরণ সাগর পারে তোমরা অমর’ গল্প ও প্রবন্ধগুলি আসলে তাঁরই খন্ডিত সত্তা বা আত্মকথন। বাঙালি দালিত লেখকের আত্মকথনের ধারায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন হল- রাজেন্দ্রনাথ সরকারের ‘আমার জীবনকথা’, প্রফেসর জগবন্ধু বিশ্বাসের লেখা- ‘স্মৃতির পাতা থেকে’ (২০১৪), অনিল ঘড়াই এর ‘শালপাতার অশ্রু’ (২০১৪), যতীন বালার লেখা- ‘দলিত মানুষের গল্প’ ও আত্মজীবনী ‘শিকড়ছেঁড়া জীবন’ যেন উদ্বাস্তু দলিতের দলিল, যেখানে ইতিহাসের রাষ্ট্রীয় ভৌগলিক কাঁটাছেঁড়ায় ভারতবর্ষ দেশ জননীর অঙ্গে বিষাক্ত ক্ষত চাপা পড়ে হয়েছে। মনোহরমৌলি বিশ্বাসের লেখা- ‘আমার ভুবনে আমি বেঁচে থাকি’ (২০১৩), ‘প্রবন্ধে প্রান্তজন অথবা অস্পৃশ্যের ডাইরি’ (২০১০), ‘বিক্ষত কালের বাশি’ (২০১৩) ও তাঁর ‘দলিত সাহিত্যের দিগবলয়’ গ্রন্থে সর্বভারতীয় দলিত সাহিত্যের কথা, মুল্যায়ণের ধারা, প্রতিবাদ, পশ্চাদভূমি, উদ্দ্যেশ্যমুখীনতা, প্রতিবন্ধকতা এবং দলিত সাহিত্যে মহিলাদের উপস্থিতিসহ ভারতের প্রথম মহাকাব্যের সৃজন কর্তা অস্পৃশ্যসন্তান মহাকবি বাল্মীকি এবং দ্বিতীয় মহাকব্যের স্রষ্টা শুদ্রসন্তান কৃষ্ণদ্বৈপায়ণকে নিয়ে আলোচনা আছে।

একুশ শতকে পৌঁছেও জাতিগত বিচারে ভারতবর্ষে দলিত সম্প্রদায় এখনও অনেকাংশেই ব্রাত্য। শুধুমাত্র উচ্চ জাতির তকমা না থাকায় প্রায়শই পরিচয়ভিত্তিক হেনস্থার শিকার হতে হয় তাদের। লোকনাথ যশবন্ত, এমন একজন দলিত কবি যিনি যুক্তিবাদের অস্ত্র নিয়ে বারবার আঘাত করেছেন এই জাতিভেদ প্রথার মেরুদণ্ডে। জাতিভেদ প্রথা মানবতাকে ধ্বংস করেছে, তৈরী করেছে অসাম্য শ্রেণীচেতনার ভিত। সমাজের বিভিন্ন স্তরে নেমে আসা যে অত্যাচারের নজির এখনও আমরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে পাই তা তাঁর কবিতার বিষয়। যশবন্তের মতো কবি- সাহিত্যিকরা অন্ত্যজ শ্রেণির জাতিবাদী দলনকে সহজ ভাষায় কবিতার আকারে জনসমক্ষে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। আন্তঃজাতি প্রেম, জাতিভেদ প্রথা বিরোধী নেতৃত্বের ব্যর্থতা, জাতিভেদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গড়ে উঠেছে তাঁর কবিতাগুলি। যশবন্তের লেখা পঙক্তি- ‘কসাইটা আমাকে খুব ভালোবাসে সত্যি! মহান প্রেম সে আমাকে স্থানান্তরিত করেছে অন্তিম চূড়ান্তে’- (অনূদিত)। ২০১৮ সালে তাঁর বেশ কিছু কবিতা ইংরেজিতে অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। ‘ভগ্ন মানুষঃমাতৃভূমির খোঁজে’ নামে গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য এগিয়ে আসে ‘চিতার থাবা’ নামক একটি জাতিভেদ বিরোধী প্রকাশনা সংস্থা। ৬৯ টি কবিতা আছে এই গ্রন্থটিতে, যেগুলি অধিকাংশ ২০০০ সালের আগে অনুবাদ করে ডঃ কে জামানাদাস। বস্তুত এই গ্রন্থের কবিতাগুলি লেখা হয় যশবন্তের কবি জীবনের একেবারে গোড়ার দিকে কিছু কথা নিয়ে লেখা।সাম্প্রতিক ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে দলিত কবি, সাহিত্যিক ও লেখক সমাজ তাঁদের সাহিত্য, কাব্য , সাংস্কৃতিক আলোচনার

এক ধরনের প্রতিবাদী সাহিত্য সাংস্কৃতিক আন্দোলন সূত্রপাত করেছেন। বাংলার দলিত সাহিত্যিক যতীন বালা বর্তমান দলিত সাহিত্যের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন- ১) দলিত জীবনের পীড়নের অভিজ্ঞতা বা suffering, ২) বিদ্রোহ বা revolt, ৩) অস্বীকৃতি বা negeation, ৪) জনতত্ত্বের আবিষ্কার বা Ethnic discovery এবং ৫) নবনির্মাণ বা creation। দলিত সাহিত্যে কাল্পনিক গল্পগাথার চেয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা, আত্মস্মৃতি বা আত্মচরিতই সবচেয়ে বড় জোরের জায়গা। প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ্যবাদী মূল্যবোধ ও অলীক ধারণার (Myth) বিরোধিতা, অস্বীকার এবং তথ্যানুসন্ধানের মাধ্যমে দলিত জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রাচীন সংস্কৃতির উৎস অনুসন্ধান করে বৈষম্যহীন মানবিক মূল্যবোধনির্মিত সমাজ গঠনই দলিত সাহিত্যের অন্তর্নিহিত প্রত্যয়। দলিত সাহিত্য আন্দোলন নিশ্চিতভাবেই হতে পারত 'নবভারত আন্দোলন'; কিন্তু যে দেশে জাতির পিতা শুধু অস্পৃশ্যতা দূর করতে চান, অথচ জাতিব্যবস্থায় অন্ত্যজ বা দরিদ্রের ক্ষমতায়ন চান না— সেই দেশে এমন আকাঙ্ক্ষা করা অরণ্য সৃষ্টির মতোই দুঃসাহসিক, এ কথা বলাই বাহুল্য। সাধারণ ধারার লেখকদের থেকে দলিত মুক্তিকামী লেখকদের লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। তাঁদের শিল্পবিচার পদ্ধতি তথা নন্দনতত্ত্বও আলাদা। পিছিয়ে পড়া এক সমাজ থেকে উঠে আসা লেখকরা নিজেদের বিষয়ে তুলে ধরেছেন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে ধ্বজা উড়িয়ে। নিজেদের অতীত আত্মবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এক নতুন সৌভ্রাতৃত্বের নির্মাণ করেছেন, দিয়েছেন এক নির্বিশেষ নৈতিক ধারণা।তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন— দলিতদের এই দোলাচলে দলিতকেই লিখতে হবে কেন? প্রখ্যাত মারাঠি লেখক দয়া পাওয়ারের ভাষায়, উচ্চবর্ণের লেখকদের চেতনা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী দলিত লেখকদের বিবেক। তাঁদের হাতে তাঁদের ইতিহাসের ব্যাখ্যাও আলাদা, তাঁদের কাব্যজিজ্ঞাসাও পৃথক। তাৎক্ষণিক বাস্তবতার বিচার কিংবা শিল্পসৃষ্টির আনুষঙ্গিকতায় তাকে ব্যবহারের ক্ষমতাও আলাদা।সেইজন্যই বলা হয়েছে— দলিত লেখকদের আন্দোলন কেবল আর্থসামাজিক সংগ্রাম নয়; এটি প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে এক সংঘর্ষ। সামাজিক ন্যায় (বা অন্যায়)-এর যে দেহভাষ্য— বিশেষ ব্যক্তির উত্তমপুরুষ চেতনায় বোনা অভিজ্ঞতাই দলিত নন্দনতত্ত্বের মূল ভরকেন্দ্র। সুতরাং বলা যায়, 'দলিত সাহিত্য' জাতপাতের সাহিত্য নয়। এটি মুক্তির সাহিত্য, সাম্যের সাহিত্য, ন্যায় প্রতিষ্ঠার সাহিত্য।এই সংস্কার সাধনের কাজে, পরিবর্তনের জন্য কেবল দলিত কবিরাই যথেষ্ট নয়— অন্য কবিদের অংশগ্রহণও অত্যন্ত জরুরি।

আধুনিক প্রচেষ্টা ও প্রতিষ্ঠানঃ সুখের কথা, বর্তমান বাংলা সাহিত্যে কিছু নিবেদিতপ্রাণ দলিত সাহিত্যিক আছেন, কিছু সাহিত্যচর্চা ও প্রচার-প্রসার সংস্থাও রয়েছে। আছে 'পথ সংকেত', 'বাংলা দলিত সাহিত্য সংস্থা'। 'গাঙচিল' প্রকাশনা সংস্থা বহু দলিত গ্রন্থ প্রকাশ করেছে, করছে এখনও। তারা নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে দলিত সাহিত্যের হাত শক্ত করতে।বাংলার অনেক সাহিত্যপত্র, সম্পাদক ও লেখকও দলিত সাহিত্যচর্চাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য— সনৎ কুমার নস্কর, বিমলেন্দু হালদার, কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর, দিলীপ গায়েন, নকুল মল্লিক, বিমল বিশ্বাস, সুকৃতি রঞ্জন বিশ্বাস, গৌরাঙ্গ সরদার, প্রদীপ রায়, নিখিল বৈদ্য, সত্যচরণ সরদার, সনাতন হালদার, দুলাল বিশ্বাস প্রমুখ।মঞ্চনির্মাণ নাটক লিখেছেন— বিনয় কৃষ্ণ রায়, বিষ্ণুপদ মণ্ডল, বিমলেন্দু হালদার, অচিন্ত্য বিশ্বাস ও অমল মণ্ডল প্রমুখ নাট্যব্যক্তিত্ব। এদের হাত ধরে দলিতদের অগ্রগতি ও দলিত সাহিত্যের প্রসার আজ অনেকখানি এগিয়েছে। এরই মধ্যে বাংলায় আত্মপ্রকাশ করেছে 'দলিত সাহিত্য একাডেমি'। চলতি বছরের ১৪ই সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান— রাজবংশী, কুরুক, নমশূদ্র, মতুয়া, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বাগদি, বাউড়ি, ডোম, মাঝি-সহ বিভিন্ন গোষ্ঠী তথা দলিত সম্প্রদায়ের সাহিত্যচর্চা সংরক্ষণ, পৃথক লাইব্রেরি নির্মাণ, এই সম্প্রদায়ের মনীষীদের জীবনচর্চা ও জীবনী রচনা— এইসব সাহিত্যমূলক কাজ করা হবে দলিত সাহিত্য একাডেমির মাধ্যমে।

তথ্যসূত্র:

১. নস্কর, সনৎ কুমার। এক অন্তহীন মহাজীবন। পৌন্ড্র মহাসংঘ, ১৪ই এপ্রিল, ২০১৭; পৃ. ২৯০।

২. ব্যাপারী, মনোরঞ্জন। অমানুষিক। একা। ১৪ই ডিসেম্বর, ২০২০; পৃ. ১১।

৩. সরদার, সনৎ কুমার। জাতের কারাগার। রোহিনী নন্দন, ২০২৫; পৃ. ১৪১।

৪. মন্ডল, সুবলচন্দ্র। দলিত চেতনার বিকাশ। অনন্যা, ১৪ই এপ্রিল, ২০২২; পৃ. ৩৬।

৫. বর্মণ, প্রদীপ কুমার। আমি কুন্তী নই। প্রত্যয়, ২০২৪; পৃ. ৫৪।

৬. আলাসে, বীনা। আম্বেদকরঃ এক দৃষ্টিক্ষেপ। ঐতিহাসিক, ৪র্থ বর্ষ (৩-৪), পৃ. ৫৪।